Stamford Flash

January -2011 Volume:04 | Issue:02

- মহান বিজয় দিবস উদযাপন
- স্টামফোর্ডের শিক্ষার্থীদের সাফল্য
- জাপানের অধ্যাপকদের স্টামফোর্ড পরিদর্শন
- সিন্ডিকেটের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত
- বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন-এর বিদায় সংবর্ধনা

মহান বিজয় দিবস উদযাপন

গত ১৬ ডিসেম্বর, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর প্রধান কার্যালয়ে সকল ক্যাম্পাসের ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতিতে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. এম. এ. হান্নান ফিরোজ। তিনি বলেন, "আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জীবনের এই গুরুত্বপূর্ণ সময় তোমরা বিপথগামী কোন কাজে নষ্ট না করে, দেশের কথা ভাবো তথা দেশমাতৃকার জন্য কিছু করো। দেশের সেইসব বীরদের স্মরণ করো যাঁদের জন্য আজ আমরা সকলে স্বাধীন ভূখন্ডে দাঁড়িয়ে কথা বলতে পারছি।" স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ -এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান-এর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এনামুল হক শামীম। এনামুল হক শামীম বলেন, "তরুণ প্রজন্মকে বলতে চাই এখনও মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। এদের বিরুদ্ধে রুখে দাড়াতে হবে তোমাদের। তোমরা সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বাংলার লাল সবুজ পতাকার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখবে।" অনুষ্ঠানের সভাপতি ড. এম মজিবুর রহমান তার বক্তব্যে বলেন, "আজ বিজয়ের দিন। তোমাদের জানতে হবে সেই সময়ের সঠিক ইতিহাস, দেশকে ভালোবাসতে হবে, দেশের জন্য নিজেকে উজাড় করতে হবে। আর সঠিক ইতিহাস জানতে পাঠ্য বইয়ের পাশাপাশি অন্যান্য বই পড়তে হবে।" এছাড়া শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর কালিম মোহাম্মদ খান। অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য জাকির হোসেন, নুর-এ-আলম সিদ্দিকী, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের রেজিস্ট্রার এস এম ইকরামুল হক, প্রক্টর, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রারবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ, শিক্ষক ও কর্মকর্তাবৃন্দ। এছাড়া বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। অনুষ্ঠানের দ্বিতীয় পর্বে শিক্ষার্থীদের মনোমুগ্ধকর সাংস্কৃতিক আয়োজন সকলকে দেশপ্রেমে উজ্জীবিত করে তোলো। সবশেষে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অনুষ্ঠানের সমন্বয়কারী বিজনেস বিভাগের সহকারি অধ্যাপক ফারহানা রহমান এবং অনুষ্ঠান সঞ্চালকের দায়িত্বে ছিলেন ফিল্ম এণ্ড মিডিয়া বিভাগের প্রভাষক সাকিরা পারভীন। এছাড়াও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর আইন বিভাগ বিজয়ের র‍্যালি এবং ইংরেজি বিভাগের ৩৭ তম ব্যাচ দেয়াল পত্রিকা প্রকাশের মাধ্যমে মহান বিজয় দিবস উদযাপন করে।

স্টামফোর্ডের শিক্ষার্থীদের সাফল্য

টি আই বি'র প্রতিযোগিতায় ইয়েস গ্রুপ

আন্তর্জাতিক দুর্নীতি বিরোধী দিবস, ২০১০ উপলক্ষে গত ৯ ডিসেম্বর ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ-এর ইয়েস গ্রুপ-এর অংশগ্রহণে দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগিতায় সর্বমোট ১৪ টি দল অংশগ্রহণ করে। পত্রিকার বিষয় ছিল *"সুশিক্ষিত স্বদেশ সকলের সমান অধিকার চাই কার্যকর দুর্নীতি প্রতিরোধ"*। মহাখালীর ব্র্যাক সেন্টার ইন এর অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত এই দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায় "ইয়েস গ্রুপ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপদেষ্টা ও ইংরেজি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ফাতিমা তাবসুন-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে দলনেতা অঞ্জন করের ডিজাইন ও সম্পাদনায় প্রস্তুতকৃত দেয়াল পত্রিকা প্রতিযোগিতায়

আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ, বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ ও ছাত্র-ছাত্রীর গভীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। টিআইবি কর্তৃক মনোনীত বিচারক মণ্ডলীর রায়ে স্টামফোর্ড-এর দেয়াল পত্রিকা প্রথম স্থান অধিকার করে। ইউনিভার্সিটি অব লিবারেল আর্টস (ইউল্যাব) ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়েস গ্রুপ যথাক্রমে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করে।

অঞ্জন কর, ইয়েসগ্রুপ

সোসিও-এনভায়রন ফেয়ার-এ আর্থ ফোরাম

পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে বাস্তব ধারণা প্রদান। এরই ধারাবাহিকতায় পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের আর্থ ফোরাম ইষ্ট ওয়েষ্ট ইউনিভার্সিটি এনভায়রনমেন্টাল ও সোশাল ক্লাব আয়োজিত সোসিও-এনভায়রন ফেয়ার ২০১০-এ অংশগ্রহণ করে যুগ্মভাবে ২য় স্থান অধিকার করে। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ক্লাব অংশগ্রহণ করে। প্রতিযোগিতায় আর্থ ফোরাম-এর এ অভূতপূর্ব সাফল্য আসে যেসব বিষয় উপস্থাপনের মাধ্যমে তা হল, পাশাপাশি দূষিত ও পরিবেশ বান্ধব শহরের উপস্থাপন, পেট্রিফাইড উদ্ভিদ বিষয় সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের ধারণা প্রদান, সোডিস উপস্থাপন, বিজাতীয় গাছপালার আমাদের দেশের পরিবেশের উপর প্রভাব, বিভিন্ন পোষ্টার প্রদর্শনীসহ আরও অনেক বিষয়। এতে শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। বিভাগের শিক্ষক কামরুজ্জামান মজুমদার, প্রভাষক জুসী ডায়না বিশ্বাস, কে. এম নাজমুল ইসলাম এবং ড. জিন্নাতুল ইসলাম সহযোগিতায় সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন উপ-উপাচার্য ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কে মউদুদ ইলাহী।

তারুণ্যের পদযাত্রা

মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের ভবন নির্মাণের তহবিল সংগ্রহের জন্য গত ১৬ থেকে ২৯ অক্টোবর অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত ৪৫০ কিলোমিটার তারুণ্যের পদযাত্রা। ১০ সদস্য বিশিষ্ট এই তারুণ্যের পদযাত্রা দলের নেতৃত্ব দেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির সাংবাদিকতা বিভাগের ৩৩ ব্যাচের ছাত্র শরীফ রেজা মাহমুদ। তারুণ্যের পদযাত্রা দলটি ১৪ দিনে ঢাকা থেকে সুনামগঞ্জ পর্যন্ত ৯টি জেলার ৩৫ টি উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যায় এবং সেখানে নতুন প্রজন্মের শিক্ষার্থীদের মাঝে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা সম্প্রসারণ করে। তারুণ্যের পদযাত্রার অন্যান্য সদস্যরা হলেন, কাজী ইমরান, মন্টু বাবু সরকার, তাওহিদ হাসান, মোঃ মোস্তফা, ইব্রাহিম হোসেন, শাহাদাৎ

হোসেন, মাহমুদ, সানিআহমেদ ও নিজামউদ্দীন দিপু। পদযাত্রা শুরুর আগে গত ১৫ অক্টোবর ১৯৭১ এর বিশ্ববিবেক জাগরণ পদযাত্রা দলের সদস্যরা তারুণ্যের পদযাত্রা দলের দলনেতার হাতে স্বাধীন বাংলার পতাকা তুলে দেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী ও মুক্তিযুদ্ধের উপ-অধিনায়ক এয়ার ভাইস মার্শাল (অব:) এ কে খন্দকার।

শরীফ রেজা মাহমুদ, শিক্ষার্থী

ACM-ICPC তে ১১ তম স্থান

ACM-ICPC একটি আন্তর্জাতিক বার্ষিক কম্পিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় বিশ্বের প্রথম সারির বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অংশগ্রহণ করে। প্রথমে অঞ্চল ভিত্তিক এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়; তার মধ্যে সেরাদের নিয়ে চূড়ান্ত পর্বের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা এশিয়ার একটি অঞ্চল হিসেবে এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। এশিয়ার ৪২ টি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১১৫ টি দল নিয়ে গত ৫ এবং ৬ নভেম্বর, ২০১০ ঢাকা অঞ্চলের প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় নর্থ-সাউথ ইউনিভার্সিটিতে। এতে বাংলাদেশ-এর বুয়েট প্রথম স্থান এবং চীনের ফুদান বিশ্ববিদ্যালয় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে।

উভয় দলই ১০ টি সমস্যার মধ্যে ৬ টি করে সমাধান করে। স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর Stamford Burnout এবং Stamford I/O নামে ২ টি দল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। দল দু'টির তত্ত্বাবধানে ছিলেন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাইফুল ইসলাম মামুন এবং প্রভাষক আরমান সিদ্দিকী। এর মধ্যে Stamford Burnout দলটি ৩ টি সমস্যার সমাধান করে ১১ তম স্থান লাভ করে। উল্লেখ্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কম্পিউটার প্রোগ্রামিং-এর এই প্রতিযোগিতায় বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং শাহজালাল প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া বাংলাদেশের আর কোন বিশ্ববিদ্যালয় স্টামফোর্ডের থেকে উচ্চ অবস্থানে নিজেকে প্রমাণ করতে পারেনি।

সাইফুল ইসলাম মামুন, সহকারী অধ্যাপক,
কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগ

স্টামফোর্ডে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত

বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ

গত ৯ ডিসেম্বর, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের ৪৩ ব্যাচের

ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। শুরুতেই স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি এবং বিজনেস বিভাগের নানা দিক তুলে ধরেন বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর কালীম মোহাম্মদ খান। তিনি বলেন, 'বিজনেস এমন একটি বিষয় যেখানে নিজের মনন-মেধা দু'টো একসাথে চর্চা করতে হয়। প্রত্যেককে তাই পাঠ্য পুস্তকের পাশাপাশি মুক্ত জ্ঞান চর্চা করতে হবে।' এরপর বিজনেস বিভাগের ছয় শাখার প্রধানগণ বিভাগীয় শিক্ষকবৃন্দের সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হয়। ওরিয়েন্টেশনের শুরুতে নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় বিভাগের প্রাক্তন শিক্ষার্থীরা।

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ওরিয়েন্টেশন Freshmen, Continuing, Professional তিনধাপে এই কোর্সটি পরিচালিত হয়। গত ২১ ও ২৮ অক্টোবর, ২০১০ প্রফেশনাল কোর্সের আওতায় ধানমণ্ডি ও সিদ্ধেশ্বরী উভয় ক্যাম্পাসে ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। দিনব্যাপী প্রফেশনাল ওরিয়েন্টেশনে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের মার্কেটিং শাখার সহকারী অধ্যাপক রবিউল কবির এবং ফারহানা রহমান বিজনেস বিভাগের শিক্ষার্থীদের কর্মক্ষেত্র ও গবেষণার ক্ষেত্র সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। ওরিয়েন্টেশনে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর কালীম মোহাম্মদ খান। প্রফেশনাল ওরিয়েন্টেশনের সার্বিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন মার্কেটিং শাখার সহকারী অধ্যাপক মোহাম্মদ নাজমুল হক।

সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ

গত ১৯ ডিসেম্বর, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাস অডিটোরিয়ামে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের ৪০ থেকে ৪৪ ব্যাচের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান। তিনি বলেন, "স্টামফোর্ড মানসম্মত শিক্ষার বিষয়ে সবসময় সচেষ্ট। এখানে ল্যাবরেটরি, লাইব্রেরিসহ সব ক্ষেত্রে রয়েছে শিক্ষার্থীদের পাঠদানের পর্যাপ্ত সুযোগ।' অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য মোঃ মোর্শেদ হোসেন এবং নূর-এ-আলম সিদ্দিকী। তারা বক্তব্যে নবীন শিক্ষার্থীদের স্টামফোর্ডে স্বাগত জানান। বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন শৃংখলা মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা ও একই সাথে শৃংখলা ভঙ্গ করলে প্রযোজ্য শাস্তি সম্পর্কে ছাত্রদের অবহিত করেন। বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. বি. সি. বসাক ছাত্রদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ নিয়ম-কানুনগুলো তুলে ধরেন। তিনি ক্লাসে করণীয় বিষয়াবলী মান-বন্টন, ড্রেসকোড,

কাউন্সেলিং, পরীক্ষার সময় করণীয় বিষয়াবলী নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও বিভাগীয় শিক্ষকগণ।

বিদায় সংবর্ধনার স্মরণীয় মুহূর্ত

ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কর্মশালা

গত ০৮ ডিসেম্বর, ২০১০ স্টামফোর্ডের ক্যারিয়ার কাউন্সিলিং এণ্ড প্লেসমেন্ট সেন্টার (CCPC) - এর উদ্যোগে স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ধানমণ্ডিস্থ বি ব্লকে ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট এবং ইংলিশ কমিউনিকেশন বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। Prothom-alojobs.com এবং বিবিসি জানালা-র সহযোগিতায় দিনব্যাপী কর্মশালায় ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্টের মূল বক্তা ছিলেন Pearl Academy of Fashion Institute, India-র সিইও শিবানী এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লিমিটেডের সিনিয়র ম্যানেজার (HR) মঞ্জুরুল আলম।

ইংলিশ কমিউনিকেশন পর্ব পরিচালনা করেন বিবিসি জানালার এ্যাম্বাসেডর মিথিলা। এছাড়া কর্মশালায় ইন্টারভিউ, কমিউনিকেশন স্কিল সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব অনুষ্ঠিত হয়।

সবশেষে একটি কুইজ প্রতিযোগিতায় স্টামফোর্ডের শিক্ষার্থীরা তাদের দক্ষতা দেখিয়ে পুরস্কার অর্জন করে।

গণমাধ্যম বিষয়ক সেমিনার

গত ২৩ ডিসেম্বর, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ধানমণ্ডিস্থ ডি-ব্লকে জার্নালিম এণ্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের আয়োজনে গণমাধ্যম বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। Is Media Truly Objective: Nature of Bias and Objectivity in the US media বিষয়ক সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার Lock Haven University of Pennsylvania-র সমাজ-বিজ্ঞান এবং সাংস্কৃতিক নৃ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্টামফোর্ডের জার্নালিজম এণ্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর কাজী আব্দুল মান্নান। তিনি বলেন অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন বাংলাদেশের গর্ব। তার কাছ থেকে শিক্ষার্থীরা আমেরিকার গণমাধ্যম বিষয়ে অবশ্যই ধারণা লাভ করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। অধ্যাপক ড. জাকির হোসেন প্রথমেই গণমাধ্যম কি এই বিষয় দিয়ে আলোচনা শুরু করেন। তিনি গণমাধ্যমের সাথে যে সমাজ-বিজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেই বিষয়ে ব্যাখ্যা দেন। এরপর তিনি গণমাধ্যমের পক্ষপাতিত্ব সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে সেমিনারটি শেষ হয়।

Bizsense- এর ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত

স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের দেয়াল পত্রিকা Bizsense-এর ৬ষ্ঠ সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে। গত ১২ ডিসেম্বর,২০১০ পত্রিকাটির ৬ষ্ঠ সংখ্যা উদ্বোধন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ। এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন ফ্যাকাল্টি অব বিজনেস এডমিনিস্ট্রেশনের ডীন প্রফেসর কালীম মোহাম্মদ খান, মার্কেটিং বিভাগের প্রধান নাদিয়া ফারহানা, Bizsense-এর সমন্বয়কারী ও মার্কেটিং বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শামসুন নাহার মমতাজসহ আরো অনেকে। পত্রিকাটির এই সংখ্যায় ইউরো বাংলার ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্যামল ব্যানার্জি-এর সাক্ষাতকার, নিক-এর ইতিহাস, বিজনেস এ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের বিভাগীয় প্রধানদের বিজয় দিবসের শুভেচ্ছা, বিশ্বকাপ ক্রিকেট ২০১১, বিশ্বের টপ ১০ টি ঘড়ি প্রভৃতি বিষয়ে তথ্য সমৃদ্ধ লেখা প্রকাশিত হয়েছে। Bizsense-এর মোড়ক উন্মোচন কালে ইউনিভার্সিটি ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ এই ধরণের আয়োজনকে সাধুবাদ জানান এবং লেখালেখিতে শিক্ষার্থীদের আরও উৎসাহ প্রদানের জন্য শিক্ষকদের প্রতি আহবান জানান।

তরিকুল ইসলাম, শিক্ষার্থী

আইন বিভাগে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের সেমিনার

গত ৩০ অক্টোবর, ২০১০ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সি-ব্লকে `State of Legal Education in Bangladesh and Nepal: A Comparative Appraisals' বিষয়ক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এতে নেপালের কাঠমণ্ডু স্কুল অব ল'-এর শিক্ষকবৃন্দসহ নেপালের আইন বিষয়ক শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সহকারী অধ্যাপক সৈয়দ মাসুদ রেজা। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান। বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মোঃ বদরুদ্দিনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিভার্সিটির আইন বিভাগের চীফ একাডেমিক এডভাইজর এবং জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান। তিনি উপস্থাপিত বিষয়কে স্বাগত জানান এবং নেপাল থেকে আগত আইন শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদেরকে বাংলাদেশ-এ স্বাগত জানান।

বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ড. সলিমুল্লাহ খান বলেন, নেপালে সব বিচারের রায় মাতৃভাষায় লেখা হয় কিন্তু আমাদের দেশে এখনও শেক্সপিয়ারের ভাষায় অর্থাৎ ইংরেজিতে লেখা হয়; যা সত্যিই আমাদের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। নেপালের সর্বোচ্চ আদালতের আইনজীবী এবং কাঠমুণ্ডু স্কুল অব ল'-এর কনভেনর সহযোগী অধ্যাপক কুমার ইনগানাম বলেন, 'আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বাংলাদেশ-এর মানসম্পন্ন আইন বিষয়ের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করছি। স্টামফোর্ডে এসে আমরা গর্ব বোধ করছি। এখানে এসে প্রফেসর মাধব মেনন পুরস্কারে ভূষিত সার্ক অঞ্চলের সেরা আইন শিক্ষক ড. মিজানুর রহমানসহ জ্ঞানী শিক্ষক ড. সলিমুল্লাহ খান এবং সার্ক দেশ সমূহের সবচেয়ে প্রবীন শিক্ষক ড. মোঃ বদরুদ্দিন-এর সাথে মতবিনিময় করতে পেরে আমরা অত্যন্ত গর্বিত। সেমিনারে বাংলাদেশের প্রখ্যাত আইনজীবীগণসহ স্টামফোর্ডের আইন বিভাগের শিক্ষকগণ ও উদীয়মান আইনজীবী শিক্ষার্থীগণ উপস্থিত ছিলেন।

জাপানের অধ্যাপকদের স্টামফোর্ড পরিদর্শন

গত ০৭ ডিসেম্বর, ২০১০ জাপানের হোক্কাইদো ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক মাসাকি কুরাসাকি এবং অধ্যাপক হোসোকাওয়া স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এবং মাইক্রোবায়োলজি বিভাগ পরিদর্শন করেন। তারা স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটির শিক্ষার পরিবেশ এবং বিভাগগুলোর স্বয়ংসম্পূর্ণতা দেখে স্টামফোর্ড কর্তৃপক্ষের প্রশংসা করেন। পরিদর্শনকালে তারা স্টামফোর্ডের সিদ্ধেশ্বরী ক্যাম্পাসে এক মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। এসভায় উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ এবং জাকির হোসেন, স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান, উপ-উপাচার্য এবং পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. কে. মউদুদ ইলাহী, সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর ড. আব্দুল গনি, মাইক্রোবায়োলজি বিভাগের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান ড. রাশেদ নূর, জাপান ভাষা শিক্ষার প্রধান মাসাও কোজিমাসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষকগণ। তারা স্টামফোর্ড এবং হোক্কাইদো ইউনিভার্সিটির মধ্যে শিক্ষক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের উচ্চতর গবেষণার ক্ষেত্র নিয়ে মতবিনিময় করেন। এছাড়া দুই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিগণ শিক্ষা ক্ষেত্রে সহযোগিতার বিভিন্ন বিষয় নিয়েও আলোচনা করেন।

লিটারারী উইট্স

ইংরেজি বিভাগের ফোরাম স্ট্রে বার্ড প্রথম বারের মত ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা নিয়ে প্রকাশ করল " লিটারারী উইট্স" নামে প্রথম প্রকাশনা। ফল ২০১০ এ প্রকাশিত ১ম সংখ্যাটির বিষয় ছিল 'ক্যাম্পাস জীবন।' এ প্রকাশনাটির উদ্বোধন ঘোষণা করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ। মূলত তাঁর আগ্রহ থেকেই এ প্রকাশনার ব্যাপারে স্ট্রে বার্ড উদ্যোগ গ্রহণ করে। এখন থেকে প্রতি ট্রাইমেস্টারে নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর লেখা নিয়ে লিটারারী উইট্স প্রকাশিত হবে।

সিন্ডিকেটের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন ২০১০-এর আলোকে গঠিত স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর সিন্ডিকেটের প্রথম সভা ২৫ নভেম্বর, ২০১০ ইউনিভার্সিটির প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠিত সভার সভাপতিত্ব করেন ইউনিভার্সিটির উপাচার্য প্রফেসর ড. এম. মজিবুর রহমান। উক্ত সভায় বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম নাজেম। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সিন্ডিকেটের সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ, এ. কে. এম এনামুল হক শামীম, মোঃ জাকির হোসেন, প্রফেসর ড. কে মউদুদ ইলাহী, হেলালুজ্জামান চৌধুরী, প্রফেসর ড. এ টি এম জহুরুল হক, প্রফেসর সৈয়দ আনোয়ারুল হক এবং সদস্য সচিব এস এম ইকরামুল হক। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রুমানা হক রীতা। সভায় বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনায় সিন্ডিকেটের কার্যক্রম ও বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সবশেষে সভার সভাপতি ড. এম. মজিবুর রহমান নবগঠিত সিন্ডিকেট সভায় সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার ক্ষেত্রে সিন্ডিকেটের সকল সদস্যের সহযোগিতা কামনা করেন।

ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিভাগ

সম্প্রতি স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিভাগের প্রফেশনাল ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কথা বলেন বিভাগের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ফারুক, শিক্ষক মতিন রহমান, পঙ্কজ পালিত, জাহিদুর রহিম অঞ্জন, সাকিরা পারভীন, শাহানা চৌধুরী এবং তানিয়া সুলতানা। শিক্ষকবৃন্দ তাদের বক্তব্যে শিক্ষার্থীদেরকে সময়ানুবর্তীতা এবং কাজের প্রতি নিষ্ঠাবান হবার আহবান জানান। তারা ছাত্র জীবনের শিক্ষাকে কর্মজীবনে কাজে লাগানোর কথা বলেন। মহিউদ্দীন ফারুক বলেন 'কর্মক্ষেত্রে তোমাদের যোগ্যতা প্রমাণ করে বিভাগের এবং ইউনিভার্সিটির ভাবমূর্তি উজ্জল করবে।' তিনি আরো বলেন 'আমরা সব সময় তোমাদের পাশে আছি। কেননা আমাদের কাজের ক্ষেত্র একই। অতএব তোমাদের সাথে কর্মক্ষেত্রেও একসাথে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।' ওরিয়েন্টেশনে ৩০ তম ব্যাচের ছাত্র-ছাত্রীরা উপস্থিত ছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে নাজমুল, সায়েম, লিজা প্রমুখ তাদের অভিজ্ঞতা ও ভবিষ্যত পরিকল্পনা তুলে ধরে।

বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন-এর বিদায় সংবর্ধনা

গত ২ জানুয়ারি, ২০১১ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ-এর বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন প্রফেসর কালিম মোহাম্মদ খানের বিদায় উপলক্ষে এক বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্টামফোর্ডে ৪ বছর ৬ মাস বিজনেস ফ্যাকাল্টির ডীন হিসেবে সফলতার সাথে দায়িত্ব পালন করে তিনি তাঁর কর্মস্থল ভারতের বিখ্যাত আলীগড় ইউনিভার্সিটিতে ফিরে যাচ্ছেন। বিদায় অনুষ্ঠানে প্রফেসর কালিম মোহাম্মদ খান বলেন, স্টামফোর্ডের বিজনেস বিভাগ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিচারে সবচেয়ে বড় বিভাগ। তিনি সময় সুযোগ হলে আবারও স্টামফোর্ডে ফিরে আসবেন বলে আশ্বাস প্রদান করেন। তিনি আরও বলেন তিনি আলীগড়ে থাকা অবস্থায়ও যে কোন প্রয়োজনে স্টামফোর্ডের সাথে যুক্ত থাকবেন। স্টামফোর্ডকে তিনি তার দ্বিতীয় পরিবার বলে আখ্যায়িত করেন। বিদায় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ড. এম. এ. হান্নান ফিরোজ। তিনি বলেন, "এমন একজন কর্মমুখর মানুষ স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশকে অনেক নতুন পথের সন্ধান দিয়েছে। তার যাবার বেলায় কোন পিছু টান নয় শুধু বলতে চাই শুভ বিদায়।" এছাড়া আরও বক্তব্য রাখেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য ফাতিনাজ ফিরোজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ড. এম মজিবুর রহমান এবং বিজনেস বিভাগের একাডেমিক এডভাইজর প্রফেসর জামাল উদ্দীন আহমেদ। বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বোর্ড অব ট্রাস্টির সদস্য এনামুল হক শামীম ও জাকির মুন্সি, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য প্রফেসর ড. কে. মউদুদ ইলাহী, রেজিস্ট্রার এস এম ইকরামুল হক, প্রক্টর, অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার, ডেপুটি রেজিস্ট্রারবৃন্দ, বিভাগীয় প্রধানগণ এবং বিজনেস বিভাগের শিক্ষকমণ্ডলী ও কর্মকর্তাবৃন্দ।

■ Editorial Consultant: Md. Salim Hossain ■ Editorial Panel: Shakira Parvin, Supa Sadia, Runa Laila ■ Graphics Designer: Wahid Murad Rassel & Shuvabrata Sarker
■ Photography & Published By: Public Relations Division, Stamford University Bangladesh ■ Printed By: Stamford University Press, 51 Siddeswari Road, Dhaka